৭৩

১৩.০৬.২০২৪

সিটি নং ১১

আরআরসি

২০২৩-এর এমএটি ২১৮৪

সঙ্গে

২০২৩-এর আইএ নং সিএএন ১

[ডঃ অচিনা কুণ্ডু (ওরফে মজুমদার ভট্টাচার্য) বনাম মহাম্মদ দানিশ ফারুকি ও অন্যান্য]

শ্রী সৌম্য মজুমদার

শ্রী সৌভিক নন্দী

শ্রী ইন্দ্রনীল নন্দী

শ্রী সায়াক কোনার

....আপিলকারীর জন্য

শ্রী শরন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

....রাজ্যের জন্য

শ্রী বিবেকানন্দ বোস

শ্রী শঙ্খ বিশ্বাস

শ্রী অঙ্কন দাস

শ্রী অভ্রজিৎ রায়চৌধুরী

.... রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতার জন্য

শ্রী শুভ্রাংশু পান্ডা

শ্রীমতি মিঠু সিংহ মহাপাত্রা

.. ডব্লিউ. বি. সি. এস. সি-র জন্য

শ্রীমতী দেবজানি ঘোষাল

... ইউ. জি. সি-র জন্য।

শ্রী নীলোৎপল চ্যাটার্জি

শ্রী সত্যকী ব্যানার্জি

....কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

শ্রী নীল বসু

শ্রী রাহুল কুমার সিং

.... উত্তরদাতার জন্য ২৮ থেকে ৩১ নম্বর

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৪০২৬ হিসাবে একটি রিট আবেদন গৃহীত ৫ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৬ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী বর্তমান আপিলটি পেশ করেছেন। উক্ত রিট আবেদন ২৬ নং উত্তরদাতা হিসাবে এবং আদেশের বিরোধিতা করে, আবেদনকারীর চাকরি, যিনি যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজে (এরপরে উক্ত কলেজ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একজন পাঠক হিসাবে কাজ করছিলেন, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

উক্ত কলেজে এল. এল. বি কোর্সে অধ্যয়নরত এক ছাত্র, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক কর্মীদের নিয়োগের সুপারিশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন

করে, যাদের নিজ নিজ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না। রিট আবেদনটি ২০২৩ সালের ৫ই অক্টোবর

বিদ্বান একক বিচারকের সামনে শুনানির জন্য আসে এবং ২৬ নম্বর উত্তরদাতার অনুপস্থিতিতে বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। ২০২৩ সালের ৬ই অক্টোবর পরবর্তী আদেশে, বিদ্বান একক বিচারক আরও নথি পর্যালোচনার পরে বলেন যে, 'একটি কলেজের শিক্ষক (ডঃ অচিনা কুণ্ডু)-এর জন্য যথাযথ যোগ্যতা না থাকার বিষয়ে এই আদালতের পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল'।

উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এর আগে ২০২৩ সালের এমএটি ২০০৯ নামে একটি আবেদন পেশ করেছিলেন, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ১১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, অধ্যক্ষকে অপসারণের নির্দেশ এবং তাঁকে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার নির্দেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং বিদ্বান একক বিচারককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পক্ষগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান করে রিট আবেদনর সিদ্ধান্ত নিন তাদের নিজ নিজ হলফনামা দাখিল করুন। ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৪০২৬ হিসাবে রিট আবেদনটি ১২ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে খারিজ করে দেওয়া হয় যার জন্য ১ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে, আবেদনকারী ২০২৩ সালের এম. এ. টি ২০৩৮ হিসাবে একটি আপিল পছন্দ করেন যা বর্তমান আবেদনে আরোপিত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে। ১২ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রিট আবেদন খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত আপিলটি ১৩ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপরে, রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানির পরে ১৭ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা অনুমতি দেওয়া হয়, রিট আবেদন খারিজ করার আদেশটি স্মরণ করে এবং আবেদনটিতে বলা সমস্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সহ মূল ফাইল এবং সংখ্যায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্থগিতাদেশের আবেদনের ৬ ও ৭ অনুচ্ছেদে করা বক্তব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব মজুমদার জমা

দিয়েছেন যে রিট আবেদনটি তার উপর কোনও অনুলিপি সরবরাহ না করেই ৫ অক্টোবর, ২০২৩-এ পাঠানো হয়েছিল।

পরবর্তী ৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের আদেশটিও আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে এবং যথাযথ পরিষেবা কার্যকর না করেই প্রাপ্ত হয়েছিল।

তিনি যুক্তি দেন যে, আপিলকারীর অনুপস্থিতিতে বিদ্বান একক বিচারপতির কোনও আদেশ দেওয়া উচিত ছিল না।

বিনা দ্বিধায় তীব্র তাড়াহুড়োয় তার বিরুদ্ধে সমাপ্তি

শুনানির একটি সুযোগ নষ্ট করা এবং এইভাবে আদেশটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘনকারী হওয়া আইনে সমর্থনযোগ্য নয়।

তিনি যুক্তি দেখান যে রিট আবেদনটি নিজেই রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না কারণ আবেদনকারীর কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি এবং রিট আবেদনটি বস্তুগত তথ্য দমন করা পছন্দ করা হয়েছিল।

বিবাদী নং১-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বোস আবেদনকারীর আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং জমা দেন যে বর্তমান আপিলটি নিজেই সমর্থনযোগ্য নয়। একই আদেশের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আপিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরে, বর্তমান আপিলটি আপিলকারী দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া যেত না যখন পর্যালোচনায় পাস হওয়া আদেশটি আপিলকারী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আপিলকারীকে আবার আপিলের এখতিয়ার আহ্বান করার অনুমতি দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে সরগুজা পরিবহন পরিষেবা বনাম রাজ্য পরিবহন আপিল ট্রাইব্যুনাল, মধ্য প্রদেশ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্যরা, (১৯৮৭) ১ এস. সি. সি. ৫

এবং এম.জে. এক্সপোর্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০২১) ১৩ এসসিসি ৫৪৩।

২০২৩ সালের ৫ই অক্টোবরের বিতর্কিত আদেশের ৭ ও ৮ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী বোস বলেন যে, আবেদনকারী নিজেই স্বীকার করেছেন।যে তার উপযুক্ত যোগ্যতা ছিল না পাঠকের পদে নিযুক্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত আদেশগুলি প্রকৃতপক্ষে আপিলকারীর প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে না, যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ সচিব দ্বারা ১৮ই মার্চ, ২০২০ তারিখের একটি আদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২০১৬ সালের এমএটি ৪৫৮ হিসাবে একটি আবেদনে পাস করা একটি আদেশ অনুসারে। উল্লিখিত স্মারকলিপির একটি অনুলিপি, যা উপস্থাপিত হয়েছে, রেকর্ডে রাখা উচিত। নিঃসন্দেহে, আপিলকারীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির প্রয়োগ নিরর্থক হবে। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে অশোক কুমার সোনকর বনাম ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (২০০৭) সালে ৫৪ এস. সি. সি.-তে রিপোর্ট করা হয়েছিল প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে।

শ্রী বোস আরও বলেন যে, রিট আবেদন প্রথম আদেশটি পাস হওয়ার তারিখে, আবেদনকারী নিজেই স্বেচ্ছায় অবসর/পদত্যাগের জন্য একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন যা স্থগিতাদেশের আবেদনের ৪০ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই ধরনের তথ্যের পটভূমিতে, আবেদনকারী রিট আবেদন প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করতে পারেন না।

রাজ্যের উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বন্দোপাধ্যায় বলেন যে, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়া বাধ্যতামূলক।স্বীকারযোগ্য যে, আবেদনকারীর প্রয়োজনীয়তা যোগ্যতা ছিল না। এবং সেই হিসাবে, তার পরিষেবায় যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।

তিনি এই আদালতকে আরও জানান যে আবেদনকারীর স্বেচ্ছায় অবসর/পদত্যাগের বিষয়টি ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮৭১৫ হিসাবে আবেদনকারীর দায়ের করা একটি রিট আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যথাক্রমে

শ্রী চ্যাটার্জি, শ্রীমতী ঘোষাল এবং শ্রীমতী সিংহ মহাপাত্রা বিশিষ্ট আইনজীবীরা উপস্থিত হন।

স্থগিতাদেশের আবেদনের ২ অনুচ্ছেদে করা বক্তব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রী মজুমদার জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়টি ২০২২ সালের এফ. এম. এ ৬৯৮-এর একটি আবেদনে বিবেচনাধীন রয়েছে যেখানে তিনি ৩১ মার্চ, ২০২৩-এ গৃহীত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ উপভোগ করছেন। পূর্ববর্তী আবেদনটি ২০২৩ সালের এম. এ. টি ২০৩৮ ছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছিল কারণ উক্ত তারিখে রিট আবেদনটি নিজেই বিচারাধীন ছিল না। পরবর্তীকালে এটি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল এবং পর্যালোচনার পরে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি পুনরায় আরোপ করা হয়েছিল এবং এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারী বর্তমান আবেদনটি দায়ের করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন।

আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া স্বেচ্ছাসেবী অবসর সম্পর্কিত বিষয়টি একটি রিটের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়টিও অন্য একটি আবেদনে বিবেচনাধীন রয়েছে যেখানে এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করেছে, যা স্থগিতাদেশের আবেদনের ২০ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

এটা সর্বজনবিদিত যে, একটি সিদ্ধান্ত তার সিদ্ধান্তের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ, এবং এর থেকে যৌক্তিকভাবে কী অনুমান করা যায় তার জন্য নয়। এমনকি বাস্তবে সামান্য পার্থক্য বা অতিরিক্ত তথ্যও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে অনেক পার্থক্য আনতে পারে। রায়টি কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে করা পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া আইনের ইস্যুর একটি নজির।

জড়িত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে পূর্ববর্তী আপিলটি খারিজ হওয়ার পরে বর্তমান আপিলের অগ্রাধিকারের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। সরগুজা ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস (সুপ্রা), এম. জে. এক্সপোর্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড (সুপ্রা)

এবং অশোক কুমার সোনকার (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায়গুলি তাই তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক।

নিঃসন্দেহে, অভিযুক্ত আদেশগুলি পাস হওয়ার আগে রিট আবেদনটি আপিলকারীকে দেওয়া হয়নি। আপিলকারীকে জড়িত করার পরে, রিট আবেদনর অনুলিপিটি তাকে দেওয়া উচিত ছিল এবং বিদ্বান একক বিচারকের তাকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে তার চাকরি বাতিল করা উচিত ছিল না।

এটি মৌলিক এবং পদ্ধতিগত আইন উভয়েরই একটি মূল নিয়ম যে কোনও ব্যক্তিকে শোনা ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মগুলি হতে হবে কেবল ন্যায়বিচারই নয়, তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে স্পষ্টতই দেখা যায় যে এটি করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটি হল একজন ব্যক্তির সাথে যাতে অন্যায় আচরণ না করা হয় তা দেখা।

মামলার তথ্যে এই ধরনের আইনের প্রস্তাব প্রয়োগ করে, আমরা মনে করি যে আপিলকারীর চাকরি বাতিল করার নির্দেশ এবং শুনানির কোনও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়ে জারি করা কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার নির্দেশ আইনত সমর্থনযোগ্য নয়। এই ধরনের সীমিত পরিসরে, উল্লিখিত নির্দেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আপিলকারীকে উক্ত কলেজের রিডার পদে পুনর্বহাল করা হয়।

বিদ্বান একক বিচারক পক্ষগুলিকে তাদের নিজ নিজ হলফনামা দাখিল করার স্বাধীনতা প্রদান করে রিট আবেদনর সিদ্ধান্ত নেবেন।

উপরের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশের সাথে, আপিল এবং সংযুক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

তবে, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ থাকবে না।

সমস্ত পক্ষ এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিগুলির উপর কাজ করবে।

এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা হয়েছে।

(বিচারপতি, সুপ্রতিম ভট্টাচার্য) (বিচারপতি, তপোব্রত চক্রবর্তী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।